জীবন বন্দনা

— কাজী নজরুল ইসলাম

কবিতার আলোচনা ও নামকরণের সার্থকতা:

~~জীবনশক্তির~~ নজরুল যৌবন শক্তির পূজারী। তিনি বরাবরই যৌবনধন্য জীবনশক্তির জয়গান গেয়েছেন। নজরুলের 'আমি গাই তারই গান' যৌবন বন্দনারই কবিতা। আর 'জীবনবন্দনা' হল যৌবনধন্য জীবন শক্তির বন্দনা গান। প্রদীপ্ত যৌবন শক্তি নিয়ে কালে কালে যে সকল মানুষের দল আবির্ভূত হয়েছে কবি তাদেরই জীবনের বন্দনা গান গেয়েছেন, অথচ আমরা অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যৌবনের বন্দনা গান শুনেছি। তিনি 'বলাকা'-র বিভিন্ন কবিতায় দুর্বার দুর্জয় যৌবনশক্তির মহিমা গান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলই আমাদের শোনালেন যৌবনধন্য জীবনশক্তির মহিমা গান। প্রদীপ্ত যৌবন শক্তি নিয়ে কালে কালে যে সকল মানুষের দল আবির্ভূত হয়েছে কবি তাদেরই জীবনের বন্দনা গান গেয়েছেন, অথচ আমরা অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যৌবনের বন্দনা গান শুনেছি। তিনি বলাকার বিভিন্ন কবিতায় দুর্বার দুর্জয় যৌবনশক্তির মহিমা গান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলই আমাদের শোনালেন যৌবনধন্য জীবনশক্তির মহিমা গান।

নজরুল যৌবনের কবি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজের উদ্দাম, বাধাহীন যৌবনধন্য জীবনশক্তির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন —

'আমি অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল'

অথবা

'আমি চির দুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস'

আমলে কবি জানতেন যে, যৌবন সময়কালটাই হল অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খল বাধা-বন্ধনহীনভাবে চলার সময়। এই বয়স অদম্য প্রাণ শক্তির বলে বলীয়ান। কবি 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় সেই অদম্য-প্রাণশক্তির বন্দনা গান করেছেন।

'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি সৃষ্টিশীল মানুষের জীবনশক্তির বন্দনা গান গেয়েছেন। যারা কঠোর পরিশ্রম করে বন্ধ্যা ধরিত্রীর বুকে ফলিয়েছে ফসল, যারা বন্য-শ্বাপদ-জরা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে, যারা ধরিত্রীকে ফুল ফলে সুসজ্জিতা করে তুলেছে কবি তাদের জীবন শক্তির জয়গান করেছেন। কবি লক্ষ্য করেছিলেন যাযাবর আবর বেদে বেদুঈনের মধ্যে দুর্বার প্রাণশক্তি। এরা বল্গা-হীন অশ্বের মতো চির গতিশীল। কবি এঁদের দুর্জয় প্রাণশক্তির জয়গান গেয়েছেন।

শক্ষ; রবীন্দ্রনাথও সাধারণ আর বেদে-বেদুঈনের দুর্বার প্রাণশক্তিও স্বাক্ষিমা ভাল করেছেন। তাদের আদৌ শ্রমিক বল বলিষ্ঠ গতিশীলতা, তারা দুঃসাহসী, নতুন নতুন অভিযানে যারা বেড়িয়ে পড়ে, সৃষ্টিশীল জাতিদের দুর্বার প্রাণ-শক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছে বন্দনীয়, নজরুলের সৃষ্টি-ভঙ্গী শ্রেণী নিরপেক্ষ। কেননা তিনি বলেছেন সারা খেয়াল-খুশিতে অবাধ্য ঘোড়ে অশ্বারোহী যারা করেছেন, সারা বিশ্ব; সেও পারেও সৃষ্টি করতে পারে, সাহসে দুর্বার গতিতে পৃথিবী গতিময় করি তাদেরই দুর্বার শক্তির মহিমা গান করেছেন, কবি সেইসব মানুষের জীবনশক্তির জয়গান গেয়েছেন সারা-জীবন ধরে জীবনের দড়ি ঢালাম নিয়েই, সারা জীবন, লড়াই-ই জীবন ধরে স্থান দিয়েছে, বেদে-বেদুঈনদের মতো সারা মুখে মুখে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে, জীবনের অজানাকে বিজয়ের দৃশ্য দিয়েছে কবি সেইসব মানুষের জীবনের বন্দনাই করেছেন। তাই বলা যায় কবির দেওয়া 'জীবন বন্দনা' নামকরণও যথার্থ হয়েছে।

'জীবন বন্দনা' কবিতায় কবি নজরুলের মানব প্রেমের স্বরূপ-লক্ষ্য করা যায়, কবির সৃষ্টি নির্মাতিত বঞ্চিত অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসা-ছিল না, ছিল সেই-সব মানুষের প্রতি যারা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ত্যাগ করে নব নব আবিষ্কার আর দুঃসাহসের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে, কবির ভালোবাসা আবার বেদে-বেদুঈনের প্রতি, যারা বন্যা শ্বাপদ বনে জঙ্গলে কঠোর পরিশ্রমে শ্বাপদী ফল ও জন্তু মুগয়াকে জীবিকা করে উঠেছে কবির ভালোবাসা ছিল ~~মানুষ~~ যেসব শ্রমজীবী মানুষের প্রতি, দুর্জয় সাহসিকতা নিয়ে যারা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কবির সহানুভূতি ও নিবিড় ভালোবাসা ছিল তাদের প্রতিও, তাছাড়া তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত ছিল শ্রান্ত-ক্লান্ত-পীড়িত মানুষকে যারা শোষণ করে চলেছে, যারা বিশ্বের ঐশ্বর্যশালী কালের সুযোগ, যারা সুযোগের সন্ধানে, যারা জোতদার-জমিদার-মালিক সমাজের শ্রেণী নির্মম শ্রেণীর মানুষের প্রতি কবির কোনো সহানুভূতি ছিল না, বরং; যেসব মানুষের জীবনশক্তির বন্দনা গান করেছেন যারা সেই নির্মম শ্রেণী মানুষের দুর্বা ভাষার অভিযানে মুখে মুখে বেরিয়ে পড়েছিল।

Scanned by TapScanner